জামায়াত নেতার বাড়ি পোড়ানো মামলায় জেলহাজতে আওয়ামী লীগ নেতা খালেক

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এম. এ. খালেককে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

জেলা জামায়াতের সাবেক আমির ছমির উদ্দিনের বাড়ি পোড়ানোর মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালত তার জামিন নামঞ্জুর করে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মাহাতাব জানান, ২০১৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর জেলা জামায়াতের তৎকালীন আমির ছমির উদ্দিনের বাড়ি পোড়ানোর ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় ছমির উদ্দিনের ছেলে তৌফিক বাদী হয়ে ২০২৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর মামলা করেন। ওই মামলায় এম. এ. খালেককে গ্রেপ্তার দেখিয়ে মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হলে আদালত তাকে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, চিকিৎসার জন্য ভারতে যাওয়ার সময় বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ইমিগ্রেশন পুলিশ এম. এ. খালেককে গ্রেপ্তার করে।

আ. লীগ নেতা এম এ খালেক দর্শনা ইমিগ্রেশনে গ্রেপ্তার

চিকিৎসার জন্য ভারতে যাওয়ার পথে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে গ্রেপ্তার হয়েছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী লীগের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা

চেয়ারম্যান এম. এ. খালেক।

বৃহস্পতিবার সকালে ইমিগ্রেশন পুলিশের সন্দেহের পর গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে তার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হয়। এ সময় তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা থাকার তথ্য পাওয়া যায়। পরে বিশেষ ক্ষমতা আইনের একটি মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এরপর মেহেরপুর থেকে আসা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল তাকে নিয়ে মেহেরপুরের উদ্দেশে রওনা হয়।

এম. এ. খালেকের ছেলে আসিফ রেজা বলেন, ‘আমার বাবা দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। তার হার্টে ব্লক রয়েছে। বাইপাস সার্জারি করানোর জন্য তাকে ভারতে নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ইমিগ্রেশনে তাকে আটকে দেওয়া হয়। আমার জানামতে, আমার বাবার নামে কোনো নিয়মিত মামলা নেই। যে কয়টি মামলা রয়েছে, সেগুলোতে তিনি জামিনে রয়েছেন।’

ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট সূত্রে জানা যায়, এম. এ. খালেক চিকিৎসার জন্য মেডিকেল ভিসায় ভারতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে আসেন। এ সময় তার কাগজপত্র যাচাই করতে গিয়ে ইমিগ্রেশন পুলিশের সন্দেহ হয়। পরে গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে মেহেরপুরের গাংনীতে তার বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়। এতে তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা থাকার তথ্য পাওয়া যায়। পরে গাংনী থানার একটি মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের সাব-ইন্সপেক্টর মো. তারিক জানান, এম. এ. খালেকের নামে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা থাকায় তাদের সন্দেহ হয়। পরে গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও রয়েছে।

পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এম. এ. খালেকের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় ২০২৫ সালের ১৩ এপ্রিল একটি মামলা হয়। গাংনী থানার মামলা নম্বর ১৫। বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪-এর ১৫(৩)/২৫ডি ধারায় করা ওই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার এম. এ. খালেকের পিতার নাম মোজাহার আলী বিশ্বাস। তার বাড়ি মেহেরপুরের গাংনী বাজারের থানা রোড এলাকায়। তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. জামিনুর রহমান

খান বলেন, “দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট থেকে আমাদের বিষয়টি জানানো হয়। পরে পুলিশের একটি দল সেখানে গিয়ে আসামিকে হেফাজতে নিয়ে মেহেরপুরে নিয়ে আসে।”

দর্শনায় ছাত্রদল-যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় আওয়ামী যুবলীগের মশাল মিছিলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করেছে দর্শনা পৌর ও থানা ছাত্রদল-যুবদলের নেতাকর্মীরা।

বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন ও নাহারুল ইসলাম মাস্টারের নেতৃত্বে এ বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পথসভায় মিলিত হয়।

পথসভায় সভাপতিত্ব করেন দর্শনা থানা যুবদলের নেতা আরাফাত হোসেন। এতে বক্তব্য দেন দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি হাজী খন্দকার শওকত আলী, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক লুৎফর রহমান, ইকবাল হোসেন ও নাহারুল ইসলাম মাস্টার।

বক্তারা বলেন, গত মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে আওয়ামী যুবলীগের কর্মীরা দর্শনা দুধপাতিলা বিল সড়কে মশাল মিছিল করেন। এর প্রতিবাদে দর্শনা থানা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা এ বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভার আয়োজন করেন।

বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভায় ছাত্রদল, যুবদলসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার সম্পাদক হিরন আটক

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরনকে আটক করেছে পুলিশ। পরে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাতে মেহেরপুর শহরের মালোপাড়ায় নিজ বাসভবন থেকে তাকে আটক করা হয়। রোববার বিকেলে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাকে আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দায়ের করা একটি মামলায় মিজানুর রহমান হিরনকে আসামি করা হয়েছে। ওই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়। পরে আদালতের নির্দেশে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মামলার পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান গ্রেপ্তার

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নানকে (ছোট) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রোববার (২৩ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়ামপাড়ায় নিজ বাসভবনের সামনে থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, রাজনৈতিক মামলায় আব্দুল মান্নানকে

গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে তাকে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

তবে কোন মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত করে কিছু জানাননি।

সাবেক প্রতিমন্ত্রী ফরহাদের স্ত্রী ৩ দিনের রিমান্ডে

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিউমার্কেট থানা এলাকায় আব্দুল ওয়াদুদ হত্যা মামলায় যুব মহিলা লীগের (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। তিনি সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী।

বৃহস্পতিবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মুহাম্মদ জোনাইদ রিমান্ডের এ আদেশ দেন।

নয়টি মামলায় উচ্চ আদালত থেকে জামিন লাভের পর গত ১২ আগস্ট তাকে নিউমার্কেট থানার এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

এরপর তার বিরুদ্ধে সাতদিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির রমনা জোনাল টিমের পরিদর্শক আমজাদ হোসেন তালুকদার।

সেই আবেদনের শুনানির জন্য আজ দিন ছিল।

রাষ্ট্রপক্ষ তার রিমান্ড আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন। আসামিপক্ষে আইনজীবী রিমান্ড বাতিলসহ জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক তার তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে আদেশ দেন।

মামলার নথি অনুযায়ী, জুলাই আন্দোলনের সময় ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই বিকেলে নিউমার্কেট থানাধীন নীলক্ষেত এলাকায় আন্দোলন চলাকালে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ। এ ঘটনায় তার

শ্যালক আব্দুর রব নিউমার্কেট থানায় হত্যা মামলা করেন।

মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরসহ ১৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকার ইস্কাটন রোডের একটি বাড়ি থেকে সৈয়দা মোনালিসাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ঝিনাইদহে নাশকতা মামলায় আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি সহ গ্রেফতার ৫

সাবেক সংসদ সদস্য ও ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নায়েব আলী জোয়ার্দারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নাশকতার পরিকল্পনা ও ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিলে পৃষ্ঠপোষকতা করার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ ছাড়া ঝিনাইদহ শহর ও শৈলকুপা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের আরও চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শনিবার ভোরে ঝিনাইদহ পৌর শহরের আরাপপুর ও শৈলকুপা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি নায়েব আলী জোয়ার্দ্দার (৭২) ও শৈলকুপার দুধসর গ্রামের মৃত গোলাম কিবরিয়ার ছেলে বাদশা আলমগীর (৫৬), বালাপাড়া গ্রামের মৃত নূর আলী মণ্ডলের ছেলে মাজিবুল ইসলাম (৫৭), গোসাইডাঙ্গা গ্রামের মন্টু শেখের ছেলে আল নাহিয়ান সাকিব (১৯) এবং মহিষাখোলা গ্রামের মৃত কুবাদ আলীর ছেলে মো: হাসিবুল ইসলাম (২৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৫ আগস্টকে সামনে রেখে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে ও যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছে।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির মোল্লা জানান, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে ভারতে অবস্থানরত শেখ হাসিনার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা, এলাকায় বিশৃঙ্খলা ও নাশকতা সৃষ্টির পাঁয়তারার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া সম্প্রতি সারুটিয়া ইউনিয়নে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিলের পরিকল্পনা ও পৃষ্ঠপোষকতা করার অভিযোগ রয়েছে আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে।

ওসি হুমায়নু কবির মোল্লা বলেন, গ্রেফতার ৫ জনের বিরুদ্ধে শৈলকুপা থানায় সন্ত্রাস বিরোধী আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে । মামলা নম্বর: ৫- ০৫/০৮/২০২৬)। শনিবার দুপুরে আসামীদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হলে বিজ্ঞ আদালত আসামীদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদের স্ত্রী মোনালিসা আরেক মামলায় গ্রেপ্তার

সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী ও যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি সৈয়দ মোনালিসা ইসলামকে ঢাকার নিউ মার্কেট এলাকায় ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ বুধবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমান শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।

এর আগে গত ৭ আগস্ট মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের রমনা জোনাল টিমের পরিদর্শক আমজাদ হোসেন তালুকদার মোনালিসা ইসলামকে ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির করে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত আবেদন মঞ্জুর করেন।

মোনালিসার আইনজীবী অ্যাডভোকেট তরিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মেহেরপুরের আটটি মামলায় এবং ঢাকায় দুদকের করা একটি মামলায়

উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন মোনালিসা ইসলাম। জামিননামা ছাড়ার পরই তাকে নতুন এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করা হয়।

মামলার নথি অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই বিকেল ৫টার দিকে ঢাকার নিউ মার্কেটের ১ নম্বর গেটের সামনে গুলিতে নিহত হন ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াদুদ। এ ঘটনায় নিহতের শ্যালক আব্দুর রহমান বাদী হয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরসহ ১৩০ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন।

এর আগে গত বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে ঢাকার ইস্কাটন রোডের একটি বাসা থেকে মোনালিসা ইসলামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এদিকে, নতুন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর পর মোনালিসা ইসলামের বিরুদ্ধে চলমান মামলার সংখ্যা আরও বাড়ল।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম কারামুক্ত

মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম কারামুক্ত হয়েছেন। আজ রোববার তিনি মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালত থেকে জামিন লাভের পর সন্ধ্যায় কারাগার থেকে মুক্তি পান।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের এপ্রিলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন-সংক্রান্ত একটি মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল।

কারামুক্তির পর তাঁর স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী ও রাজনৈতিক সহকর্মীদের মধ্যে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

[redacted]

[redacted]